চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক অভিযানে মাদকসহ আটক-৪

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পৃথক,পৃথক অভিযান পরিচালনা করে মাদক উদ্ধার সহ ৪ মাদক ব্যাবসায়ীকে আটক করা হয়। আটককৃত মাদক ব্যাবসায়ীদের ভ্রাম্যমান আদালতে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গতকাল বুধবার সকাল হতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম ভুইয়া ও জেলা বিজ্ঞ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সহকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন এর নেতৃত্বে পৃথক,পৃথক স্থানে অভিযান পরিচালনা করা হয়।

এ অভিযানে দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভুইয়ার নের্তৃত্বে চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন সাতগাড়ি নিজ দলীয় খেজুর বাগানে অভিযান চালিয়ে ২০ লিটার তাড়ি উদ্ধার সহ গ্রেপ্তার করা হয় সাতগাড়ি গ্রামের পুরাতন পাড়ার মৃত ভোলা বিশ্বাসের ছেলে রওশন আলী বিশ্বাসকে (৫৫)।

এসময় ঘটনাস্থলেই ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে তাড়ি সহ আটক ব্যাক্তিকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এরপর দুপুর দেড়টার দিকে একই অভিযানিক দল সাতগাড়ি নিজ দলীয় খেজুর বাগান হতে ৩০ লিটার তাড়ি সহ সাতগাড়ি গ্রামের পুরাতন পাড়ার আকছেদ আলী মন্ডলের ছেলে মো:জিনারুল মন্ডলকে (৪০) আটক করা হয়। আটককৃতর বিরুদ্ধে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ২০০ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।
এ দুটি ভ্রাম্যান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ শামীম ভুইয়া। একইদিন বিকাল ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটে ও সহকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন এর নেতৃত্বে জেলার দামুড়হুদা থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান করে

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গার ভূমিহীন পাড়ার মৃত লিয়াকত আলীর ছেলে আসমান আলীর নিজ বসতঘর হইতে ৪১০ গ্রাম গাঁজা সহ গ্রেপ্তার করা হয় আসমান আলীকে (৪০)। ঘটনা স্থলে আটককৃত আসামীকে ভ্রাম্যমান আদালতে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১০০ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন।

এ ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা ও রায় প্রদান করেন আদালতের বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারি কমিশনার মোঃ সাদাত হোসেন। সর্বশেষ বিকাল ৫ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভাগীয় স্টাফদের সমন্বয়ে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের পীরপুরকুল্লা গ্রামের মাঠপাড়ায়।

এসময় মাঠপাড়ার হারুন-অর-রশিদের ছেলে সজীব মোল্লার বাড়ির বসত ঘরে অভিযান পরিচালনা করে ৩ বোতল আমদানী নিষিদ্ধ ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেন। এসময় মাদক উদ্ধার সহ আটক করা হয় মাদক ব্যাবসায়ী সজীব মোল্লাকে (২২)।

পরে আটককৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দামুড়হুদা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়।

মেহেরপুরের ঝাঁঝা সীমান্তে ১৮ লাখ টাকাসহ আটক ১

মেহেরপুরের ঝাঁঝা সীমান্তে ১৮ লাখ টাকাসহ মোঃ ইমাত উল্লাহ নামের এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে বিজিবি।

মঙ্গলবার দুপুরে ঝাঁঝা সীমান্ত এলাকা থেকে ইমাত উল্লাকে আটক করা হয়। আটক ইমাত উল্লাহ মেহেরপুর সদর উপজেলার গোভীপুর গ্রামের হাফিজ উদ্দিনের ছেলে।

জানা গেছে ঝাঁঝা বিওপির কমান্ডার নায়েব সুবেদার কাজী আজাদের নেতৃত্বে বিজিবি’র একটি টহল দল টহল থাকাকালীন সময় ঝাঁঝা

সীমান্তের ১২২ নম্বর পিলারে ২০ গজ দূরে ইমাত উল্লাহকে আটক করে। এসময় তার কাছে থাকা একটি প্লাস্টিকের বস্তা তল্লাশি করে বাংলাদেশী ১৮ লক্ষ টাকা উদ্ধার করে।

ঝাঁঝা বিওপি’র কমান্ডার নায়েব সুবেদার কাজী আজাদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পেয়ে ঝাঁঝা বিওপি’র একটি বিশেষ দল অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

এসময় তার নিকট থেকে একটি প্লাস্টিকের বস্তার ভিতরে থাকা নগদ ১৮ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

জীবননগর ২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক-২

জীবননগর থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৫টার সময় জীবননগর থানার অফিসার ইনচাজ (ওসি) মোঃ আব্দুল খালেকের নিদেশে জীবননগর থানার এস আই নাহিরুল ইসলাম, রায়হান উদ্দিনসহ সঙ্গীয় ফোস নিয়ে গোপন সংবাদের ভিক্তিত্বে জীবননগর শহরের মাইক্রোস্ট্যান্ডের সামনে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২০ বোতল ফেন্সিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেন।

আটককৃত আসামীরা হলেন কোটচাঁদ উপজেলার রেলস্টেশন পাড়ার ফজলুর রহমানের ছেলে শাওনুজ্জামান (৩০) এবং মোশারফ হোসেনের ছেলে ইমরান সিদ্দিককে(২৮) আটক করেন। এ ব্যাপারে জীবননগর থানায় একটি মাদকদ্রব্য আইনে মামলা হয়েছে।

মুজিবনগরে ০৫ গ্রাম হেরোইনসহ আটক ২

মুজিবনগরে থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) মেহেদি রাসেল এর নেতৃত্বে রতনপুর পুলিশ ক্যাম্প বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে আনন্দবাস গ্রামে অভিযান চালিয়ে আনন্দবাস গ্রামের মোশাররফ হোসেনের ছেলে সেলিম উদ্দিন ও বাগোয়ান গ্রামের মোল্লাপাড়ার মৃত আব্দুল জলিল শেখের ছেলে জামাল ওরফে মলম (৫০) কে আটক করে।

এ সময় তাদের কাছ থেকে ০৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মাদকের মূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকা বলে ধারণ করা হচ্ছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেল বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজুর মাধ্যমে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মুজিবনগর উপজেলা কে মাদক মুক্ত করতে। মাদক সেবনকারী মাদক পরিবহনকারী এবং মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানা পুলিশের কঠোর অভিযান চলমান রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় ইয়াবাসহ সাবেক সেনা সদস্য আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ৮৫ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ বেগমপুরের বসিরকে আটক করেছে।

জানাগেছে গত সোমবার রাত ১১টার দিকে তাকে ইযাবাসহ আটক করে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর (ফুলতলা) দাখিল মাদ্রাসার সামনে পাকা রাস্তার উপর হতে তাকে আটক করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-

মামুনের সার্বিক দিক নির্দেশনায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের অফিসার ইনচার্জ শেখ সফিকুর রহমানের নেতৃত্বে, এস আই শিহাব উদ্দিন, এস আই সাজ্জাদ হোসেন, এ এস আই বিজন কুমার ভট্টাচার্য, এ এস আই রমেন কুমার সরকার, এ এস আই আবেদুর রহমানসহ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন বেগমপুর গ্রামের ফুলতলা পাড়ার দাখিল মাদ্রাসার সামনের পাকা রাস্তার উপর। এসময় আটক করা হয় বেগমপুর (ফুলতলা) পাড়ার আলী আকবর আলীর ছেলে

এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যাবসায়ী বশির উদ্দিন (৩৮)কে, তার কাছে থাকা উদ্ধার করা হয় ৮৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। গ্রেফতারকৃত বশির উদ্দিনকে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকালই তাকে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে প্রেরন করেছে।

গাংনীতে মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরণ,৫টি ককটেল ও দেশিয় অস্ত্রসহ আটক-৬

মেহেরপুরের গাংনীর বামন্দীর একটি মাদ্রাসায় ককটেল বিষ্ফোরনের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিএনপির ছয় নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

শুক্রবার রাত আটটার দিকে বিষ্ফোরণের পর পুলিশের অভিযান শুরু করে পুলিশ।

আটক কৃতরা হলো- বামুন্দির মৃত ফজলু মেলেটারর ছেলে আব্দুল আল হাসান(৩০),ভোদরুল আলমের ছেলে মহিবুল হক পলাশ(৪২),নিশিপুর গ্রামের আইয়ুব আলীর ছেলে শাহ আলম(৩৫),বামুন্দি সেন্টার পাড়ার আজিজুলের ছেলে আশরাফুল ইসলাম(৩২),বেতবাড়িয়া গ্রামের মোফাজ্জেলের ছেলে আব্দুল হক(৩৫) ও কড়ইগাছি গ্রামের তাজ্জব আলীর ছেলে

মনিরুজ্জামান(৩৭) এরা সকলেই বিনপি’র সর্ম্থক।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা বামন্দীর দাখিল মাদ্রাসায় গোপন বৈঠক করছিল। খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলের কাছাকাছি গেলে একটি ককটেল বিষ্ফোরিত হয়। এসময় সেখান থেকে বৈঠককারীরা পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে অবিষ্ফোরিত ৫টি ককটেল, ২টি দেশীয় অস্ত্র (রামদা) এবং লাঠিসোটা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে বিএনপির ছয় নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে । তবে আটককৃতদের দলীয় কোন পদ পদবী আছে কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ওসি আব্দুর রাজ্জাক আরও জানান, ককটেল বিষ্ফোরণ ও ককটেল উদ্ধারের ঘটনায় মামলা দায়ের প্রক্রিয়া শেষে আদালতে প্রেরণ করা হবে।

মুজিবনগরে হেরোইন সহ ২ জন আটক

মুজিবনগরে হেরোইসহ দুজনকে আটক করেছে থানা পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে এসআই উত্তম কুমার এস আই সাহেব আলী সংঙ্গীয় ফোর্স অভিযান চালিয়ে উপজেলার দারিয়াপুর গ্রাম থেকে ৩ গ্রাম হেরোইন সহ দারিয়াপুর গ্রামের কাবীদুলের ছেলে তুহিন
(২৩) এবং একই গ্রামের বকুলের ছেলে আব্দুল আজিজ (২১) কে আটক করা হয়।

উদ্ধারকৃত হেরোইন এর মূল্য অনুমান ৩০,০০০/ টাকা। গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ১৫০ গ্রাম হেরোইনসহ তিন মাদক বিক্রেতা আটক

মেহেরপুর সদর উপজেলার কামদেবপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ১৫০ গ্রাম হেরোইনসহ তিন মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

মঙ্গলবার (০৭ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৬টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবির ওসি সাইফুল আলমের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১৫০ গ্রাম হেরোইন ও দুইটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।

আটকরা হলেন- গাংনী উপজেলার গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের মৃত পনজত শেখের ছেলে শাহারুল ইসলাম ওরফে আবেদ (৪২), সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের আনিচুর রহমানের ছেলে চঞ্চল হোসেন (৩০) ও একই উপজেলার কুতুবপুর গ্রামের মৃত উজির আলীর ছেলে ছাবদুল হোসেন (৪৫)।

ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম বলেন, গোপন খবরে জানতে পারি যে একদল মাদক বিক্রেতা সদর উপজেলার কামদেবপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠের উত্তরদিকের জনৈক আব্বাস আলীর বাড়ির গলিতে মাদক বিক্রির জন্য অপেক্ষা করছে। পরে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে তিনজনকে আটক করা হয়।

তিনি আরও জানান, তাদের মধ্যে আটক শাহারুল ইসলাম ওরফে আবেদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা ও দুইটি চুরির মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। হেরোইন উদ্ধারের ঘটনায় ডিবি পুলিশের পক্ষ থেকে মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।

ঝিনাইদহে ডিবি পুলিশের অভিযানে

বিপুল পরিমান ভেজাল মধুসহ আটক ৩

তারা পাহাড়ী জনপদের অধিবাসি। চেহার সঙ্গে মিল থাকায় তারা ঝিনাইদহে আস্তানা গেড়ে পাহাড়ী মধু বলে ভেজাল মধু উৎপাদন করছিল। ঝিনাইদহ শহরের পাগলা কানাই এলাকার একটি বাসা ভাড়া নিয়ে এই কারবার চালিয়ে আসছিল বান্দরবন ও কক্সবাজার জেলার তিন যবক। ঝিনাইদহের গোয়েন্দা পুলিশ তাদের পিছু নেয়।

রবিবার দুপুরে বিপুল পরিমাণ ভেজাল মধুসহ তিনজনকে আটক করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
আটককৃতরা হলেন বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার মংচাইন তংচংগ্যার ছেলে প্রদীপ তংচংগ্যা, কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার ক্যয়জছিং চাকমার ছেলে মংলাইগ্য চাকমা ও একই এলাকার মংম্যাচিং চাকমার ছেলে আংলাচিং চাকমা।

ঝিনাইদহ জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) শাহীন উদ্দীন জানান, একটি চক্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে ঝিনাইদহে এসে রং ও চিনির সঙ্গে কেমিক্যাল মিশিয়ে ভেজাল মধু তৈরী করে বারাজাত করে আসছিলো। এই ভেজাল মধু জেলার বিভিন্ন এলাকায় পাহাড়ী মধু নামে উচ্চ মূল্যে বিক্রি করতো।

রবিবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভেজাল মধু তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে বিপুল পরিমাণ ভেজাল মধুসহ আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে ঝিনাইদহ সদর থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা ছাত্র শিবিরের সাবেক সভাপতি সাব্বির আটক

মেহেরপুর শহরের শেখ পাড়ায় অভিযান চালিয়ে জামায়াতের অঙ্গ সংগঠন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের জেলা সেক্রেটারী ও জেলা ছাত্র শিবিরের

সাবেক সভাপতি শাকিল হোসেন সাব্বির (৩২) কে আটক করেছে সদর থানা পুলিশ।

রবিবার বিকাল ৪টার দিকে সদর থানার ওসি তদন্ত) শেখ মইনুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় এসআই মোঃ তৌহিদুল ইসলাম, এএসআই মোঃ শাকিল খান, এএসআই মোঃ শাহ জামাল অভিযানে অংশ নেন। আটক শাকিল হোসেন সাব্বির শেখপাড়ার খন্দকার আফসারুল হকের ছেলে।

ওসি তদন্ত শেখ মইনুল ইসলাম জানান, আটক সাব্বিরের বিরুদ্ধে একাধিক নাশকতার মামলা রয়েছে। তাকে ২০২২ সালেল ১৪ জানুয়ারির বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক দেখানো হয়েছে। তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।